2

তারিখ ...28 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ .....

দৈনিক ইত্তেফাক

অগ্রগতি কাগজে-কলমে বাস্তবে নয়

জয়পুরহাট জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি কাগজে-কলমে সন্তোষজনক হইলেও বাস্তব অবস্থা নাকি মোটেও সন্তোষজনক নয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদ মতে, জেলা ও থানা সদর এবং শহর সংলগ্ন কিছু কিছু স্কুল ছাড়া গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থা করুণ। ফলে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। এই জেলায় সরকারী বেসরকারী উভয় প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষক স্বল্পতা একটি সাধারণ সমস্যা। তদুপরি রহিয়াছে শিক্ষার ন্যূনতম মান রক্ষায় স্কুল কমিটিগুলির উদাসীনতা। তদারককারী কর্তৃপক্ষ-অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগীয় দপ্তরও এক্ষেত্রে অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এসব ছাড়াও সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি এবং আসবাবপত্রের অভাবও রহিয়াছে বহু বিদ্যালয়ে। শুধু জয়পুরহাটে নয়, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কমবেশি অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করিতেছে প্রায় সারা দেশেই।

সমস্যা একেক স্থানে একেক রকম। জয়পুরহাটের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে দৃষ্ট উক্ত সমস্যাবলীর বাহিরে যে সব সমস্যা লক্ষ্য করা যায় উহাদের অন্যতম হইতেছে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপস্থিতি। স্কুলের খাতায় ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে যাহাদের নাম আছে তাহাদের অনেকেই কারণে অকারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। এই সমস্যাটি সরকারী বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেই অধিক দেখা যায়। যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হইয়াছিল সেই বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানতঃ গমের লোভে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বাড়িয়াছিল। উক্ত কর্মসূচী আপাততঃ স্থগিত থাকায় উপস্থিতির ক্ষেত্রে আবারও ভাটার টান পরিলক্ষিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, ছাত্র-ছাত্রীরা যদি নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতই না হয় তাহা হইলে শিক্ষার মনোন্নয়নের তো প্রশ্নই আসে না, বর্তমান মান ধরিয়া রাখাও সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিত থাকার এই প্রবণতা গ্রামাঞ্চলেই অধিক লক্ষ্য করা যায়। স্কুলে যাওয়া যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম কর্তব্য তেমনি তাহাদের নিয়মিত স্কুলে পাঠান বা তাহারা যেন নিয়মিত স্কুলে যায় তাহা দেখা অভিভাবকগণের কর্তব্য। এ ব্যাপারে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ অভিভাবক সচেতন হইলেও গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকদের বৃহদাংশই অসচেতন। অনেকক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায়, অভিভাবকরাই সন্তানকে গৃহকর্মে ব্যাপৃত করিয়া স্কুলে যাওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন। ইহা মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। একদিকে যখন এই অবস্থা তখন আবার অনেক বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্কুলের মঞ্জুরি আদায় বা রক্ষার জন্য কাল্পনিক ছাত্র-ছাত্রীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। এসব কিছুই শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের বিরাজমান অনিয়ম এবং শিক্ষা প্রশাসনের দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে।

দেশে শিক্ষার মানের ক্রমান্বয়ে মারাত্মক অবনতি হইয়াছে, এই অভিযোগ এখন প্রায়শ উচ্চারিত হয়। অভিযোগ যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শহর ও গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার ন্যূনতম মান রক্ষিত হইলেও বাকি বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা সত্যই খুব খারাপ। সন্দেহ নাই বিদ্যালয়ের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতি-অমনোযোগিতা ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। তবে ইহার জন্য শিক্ষক স্বল্পতা এবং এক শ্রেণীর শিক্ষকের পাঠদানে অবহেলাও কম দায়ী নয়। জয়পুরহাটের মত বলিতে গেলে সারা দেশেই অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এমনকি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বল্পতা একটি সাধারণ সমস্যা। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য নূতন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু প্রক্রিয়াটি শেষ হইতেছে না, শিক্ষক সঙ্কটেরও সমাধান হইতেছে না। পক্ষান্তরে বিদ্যালয়ে ছাত্র উপস্থিতির মত শিক্ষক উপস্থিতির হতাশাজনক হারের কথা প্রায়শ শোনা যায়। শুধু তাহাই নহে, বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের দিয়া গ্রামের শিক্ষক স্কুল সময়ে তাহার গৃহের কাজকর্ম করান এমন অভিযোগও মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। পাশাপাশি ইহাও সত্য, অনেক নিষ্ঠাবান শিক্ষক বিদ্যালয় সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা, শিক্ষক উপকরণের অভাব ইত্যাদি কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথরূপে শিক্ষা দিতে পারেন না।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করিয়া তোলা এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষিতের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধির জন্য সরকার নানামুখী আয়োজনের মাধ্যমে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে উহার যদি ন্যূনতম মান রক্ষিত না হয় তাহা হইলে পরিসংখ্যানের বিচারে শিক্ষার বিস্তার ঘটিলেও সেই শিক্ষা দিয়া দেশ বা জাতির দূরে থাক, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদেরও কোন উপকার হইবে না। তাই আমরা মনে

করি, শিক্ষা বিস্তার বা শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির দিকে যতটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যও ততটা মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। এজন্য সরকারী বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে অতি জরুরী ভিত্তিতে যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া। যত শিগ্র সম্ভব প্রতিটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। সেই সাথে শিক্ষকরা যাহাতে যথাযথরূপে পাঠদানে মনোযোগী হন সেজন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহা ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে। বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা পরিষদের কাঠামো ও গঠন প্রক্রিয়ায় যুগোপযোগী ও প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন আনিলে এক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার পাশাপাশি তদারকির ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক। সর্বোপরি প্রয়োজন শিক্ষাদানের গতানুগতিক পদ্ধতির বদলে আধুনিক এবং ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রচলনের ব্যবস্থা করা।